যুগান্তর

তারিখ ... 7 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

বেসরকারি মেডিকেলে শিক্ষা ব্যয়

অনিয়ম বন্ধে ব্যবস্থা নিন

দেশে এখন বেশ কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের বেশিরভাগই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠায় এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফি অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন নিয়মবহির্ভূত ব্যয়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অনুষদের নিয়ম অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষা দেয়ার পর যদি অকৃতকার্য হন, তবে ৬ মাস পর তিনি এক বা একাধিক বিষয়ে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজে তাকে কোনো ধরনের ক্লাস, আইটেম বা ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক করতে হবে না। কলেজে একাডেমিক্যালি এসব শিক্ষার্থী যুক্ত থাকবেন না। অর্থাৎ তাদের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে কোনো বাড়তি ব্যয় করতে হবে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল, বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ছয় মাসের বাড়তি বেতন আদায় করে থাকে। ফলে এ ধরনের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবককে ক্ষেত্রবিশেষে ছয় মাসে অতিরিক্ত ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা গুনতে হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর বাড়তি আয়ের একটি উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এভাবে প্রতি ছয় মাসে একেকটি ব্যাচ থেকে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে কমপক্ষে ২৪ লাখ টাকা। আমরা মনে করি, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এভাবে সেশন চার্জ আদায় করা অনুচিত। বড়জোর সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ফি নেয়া যেতে পারে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত, এসব কলেজে যারা পড়তে আসেন, তাদের অনেকেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদের অভিভাবকদের পক্ষে মেডিকেল কলেজের বিপুল ব্যয় নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেকে জমি বন্ধক রেখে ৫ বছর ধরে সন্তানের পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ করেন। এভাবে অনেক পরিবার সর্বস্বান্তও হয়ে পড়ছে। কাজেই শুধু ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ পরিচালনার প্রবণতা বন্ধ হওয়া উচিত। মূলত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়ার কারণেই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনিয়ম-দুর্নীতি বাড়ছে। অবনতি ঘটছে শিক্ষার মানের। সরকার ও কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া উচিত।